সাট্‌সা বুলেটিন

৮ম বর্ষ ● ৩১ তম সংখ্যা ● জুলাই, ২০১৮

সম্পাদকীয়...

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। যারা ভেবেছিলেন কৃষি অধিকারের সর্বোচ্চ পদটি ঘিরে বৃত্ত তৈরী করবেন এবং চোখে ঠুলি পরিয়ে সাট্‌সার শাশ্বত কর্মধারা থেকে দূরে রাখবেন, তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি, কখনও হবেও না। একদিন না একদিন ঠুলি খসে পড়বে। তখন সরকারের সহযোগী শক্তি হিসাবে সাট্‌সার কাজ ও রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের উন্নতিতে দিনরাত প্রাণপাত নজরে আসবে। রাজ্যের কৃষি উন্নতিতে সাট্‌সার ভূমিকা উপলব্ধ হবে। সাট্‌সার শাশ্বত কর্মযোগের কাছে সকল অশুভ শক্তি পিছু হটবে। এজন্য সাট্‌সার রাজ্য নেতৃত্ব যেমন দিনরাত লড়াই জারি রেখেছে, তেমন রাজ্যের প্রতিটি কোণে সাট্‌সার সদস্যরা সে লড়াই-এ সামিল আছে।

তৃণমূল স্তরে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সাট্‌সা সদা সক্রিয়। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সাধারণ সদস্যদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বয়ং সমস্ত কৃষি পরিকল্পনা, উদ্যোগগুলোর রূপায়ণে তদারকি করে সেগুলির গতি বজায় রাখছেন।

সংগঠনের তৎপরতায় নিয়মিত কৃষি প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ অব্যাহত থাকায় ব্লক ও অন্যান্য শূন্য পদ পূরণ সম্ভব হয়েছে। এরফলে কৃষি স্নাতকদের চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সাট্‌সার প্রচেষ্টায় সদস্যদের চাকুরীগত সুযোগগুলি নিয়মিতভাবে ও সময়মত প্রাপ্তি সম্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি সাট্‌সার অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রায় নির্ভুল গ্রেডেশন লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। সদস্যদের বাড়ী গাড়ী ক্রয়, স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ, পাসপোর্টের জন্য I.C. ইত্যাদি প্রাপ্তির জন্য নেতৃত্ব সদা সতর্ক রয়েছেন।

উদ্যানপালন, মৎস, পশুপালন দপ্তরের প্রযুক্তিবিদ্‌রা একটা যৌথ প্ল্যাটফর্মে সাট্‌সার সঙ্গে মিলিত হতে অগ্রসর হচ্ছেন। সাট্‌সা মনে করে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রযুক্তিবিদ্‌দের সংগঠনগুলোর সার্বিক ঐক্য রাজ্যের কৃষকদের উন্নতির সহায়ক হবে। সংগঠনের অভ্যন্তরে এবং সহযোগী সংগঠনগুলের মধ্যে ঐক্য যে কোনো বিপদের মোকাবিলায় কার্যকর হবে। সাট্‌সা এই পথেই বিশ্বাসী। সাট্‌সা ভারতের কয়েকটি রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যায় উদ্বিগ্ন। চলতি বছরের মার্চ থেকে মে-এর মধ্যে মহারাষ্ট্রে দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছেন ৬৩৯ জন কৃষক। কেবল ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকের আত্মহনন এড়ানো যাবে না। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিপণন এখনও মধ্যসত্বভোগীদের কব্জায়। লাভের গুড় পিঁপড়ে খাচ্ছে। দেশে কৃষি পরিকাঠামো দূর্বল। সেচের এলাকা অনেক বাড়াতে হবে। গ্রামের রাস্তার উন্নতি দরকার, পর্যাপ্ত গো-ডাউন, হিমঘর, কোল্ডচেন এসব কিছুই যথাযথ ভাবে গড়ে ওঠেনি। সঠিক পরিমাণ কৃষি ঋণ কৃষকরা পাচ্ছেন না। অপ্রতুল ঋণের কারনে কৃষক চাষে উন্নতি করতে পারছেন না।

এই অবস্থায় সরকারের নোটবন্দীর উদ্যোগ, ডিজেল, পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি, রাসায়নিক সার বিপণনে নতুন নিয়ম দেশের কৃষকদের সমস্যা আরও বৃদ্ধি করেছে। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে কৃষকরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত না করে রাস্তায় নিক্ষেপ করে লাগাতার প্রতিবাদ করছেন। দেশে কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী হচ্ছে।

তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিপরীত চিত্র বিদ্যমান। রাজ্যের প্রধান ফসল ধান ক্রয় করে রাজ্য সরকার কৃষি পণ্যের লাভজনক মূল্য দিতে পারছেন। সেই সঙ্গে ফসল নষ্ট হলে সরকারী ক্ষতিপূরণের শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা, কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ফসল বীমা যোজনায় জোর দেওয়ায় কৃষকরা এখন অনেক স্বস্তিতে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে রাজ্যের কৃষিতে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে এই কয়েক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। নজর কাড়া সাফল্য এসেছে CHC (যন্ত্রপাতি ভাড়া কেন্দ্র) স্থাপনে, ধান রোপণ ও ধান কাটা যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধিতে। ধান রোপণের যন্ত্র বানিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে বেকারদের কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্যে রপ্তানীযোগ্য সুগন্ধী ধানের প্রসার কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে। জৈব ও জীবাণু সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখার উদ্যোগ প্রসারিত হচ্ছে।

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সামগ্রিক বিকাশের জন্য সকল দপ্তরের প্রযুক্তিবিদ্‌দের সাথী করে সাট্‌সা অগ্রসর হতে চায়। সাট্‌সা মনে করে একমাত্র তখনই খুব মসৃণতার সঙ্গে সরকারী প্রকল্প রূপায়ন ও কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।এই সাধু উদ্যোগে সবার আহ্বান রইল।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২০১৭–১৮ বর্ষের চতুর্থ সভার প্রতিবেদন

গত ২১শে ও ২২শে এপ্রিল ২০১৮ তারিখে 'সাট্‌সা ভবনে' অনুষ্ঠিত হল সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গের ২০১৭ ও ২০১৮ বর্ষের চতুর্থ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা।

শ্রী মুরারী যাদব সভাপতি সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ, উপস্থিত সকলকে বাংলা নববর্ষ ১৪২৫-এর শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সকল উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে মনে করিয়ে দেন যে সাট্‌সার শক্তি ও একতাকে দূর্বল করার যে অপপ্রচেষ্টা বর্হি শক্তির তরফে করা হয়েছিল তা সংগঠনের সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বের কুশলতায় প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে।

তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে, বিগত কয়েক মাসে বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত অন্যান্য সাংগঠনিক কাজকর্মের ঘাটতির কথা উল্লেখ করেন। রাজ্য ও জেলাস্তরের সরকারী কাজকর্মের তদারিকতেও সংগঠনের নেতৃত্বের এগিয়ে আসা জরুরী বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। গবেষণা শাখার বিষয়ে সংগঠনের দৃষ্টিকোণ দপ্তরের কাছে পেশ করা হয়েছে বলে তিনি সভাকে জানান।

অতঃপর সহ-সভাপতি শ্রী তপন কুমার দাস বলেন যে আমাদের সংগঠন সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলেই বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করতে সক্ষম। যদিও তিনি কিছু সদস্যের সংগঠনের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া নিয়ে সতর্ক করে বলেন, যে এদের চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। তিনি নতুন সৃষ্ট জেলাগুলিতে উপকৃষি অধিকর্তা (মৃত্তিকা সংরক্ষণ) পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

শ্রী মৃদুল সাহা, সহ-সভাপতি, সভাকে আদালতের কেসটির আশাব্যঞ্জক অগ্রগতির ব্যাপারে অবহিত করান। তিনি পদের পূর্নর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা করেন। এছাড়াও WBAS (Admn.) আধিকারিকদের গ্রেডেশন তালিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে তিনি জানান। এই তালিকায় কোনো ত্রুটি থাকলে তা সঠিক প্রমাণাদিসহ অতি সত্বর জানানোর অনুরোধ তিনি করেন। MCAS-এর কাজও অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

এরপর সভায় বক্তব্য পেশ করেন শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক, সাধারণ সম্পাদক, সাট্‌সা পশ্চিমবঙ্গ। তিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে দপ্তরের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সাট্‌সাকে দূর্বল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। গবেষণা শাখার কিছু সদস্য এ প্রচেষ্টায় বিভ্রান্তও হয়েছিলেন, কিন্তু সাট্‌সা সকল সদস্যের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে এই অপচেষ্টা রুখে দিয়ে পূর্বের ন্যায় কৃষি দপ্তরের মূল চালিকাশক্তি হিসাবেই কাজ করে চলেছে। তিনি সংগঠনের সভাপতির সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কর্ম দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রী ভৌমিক, সংগঠনের নেতৃত্বের ও প্রতিটি সদস্যের আত্মসমালোচনা জরুরী বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষভাবে জেলা সম্পাদকদের বলেন, যে তারা যেন জেলার প্রকৃত নেতা হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলেন। তিনি বলেন যে নেতৃত্বকে সকল ধরনের সদস্যদের নিয়ে আরও নিপূণভাবে কাজ করতে হবে এবং সংগঠনকে আরও বেশী সময় দিতে হবে। কোনো সদস্য অনৈতিক কাজে যুক্ত থাকলে তাকে সতর্ক করার উপদেশ তিনি দেন।

শ্রী ভৌমিক আরও জানান যে SAT, কৃষি অধিকর্তাপদের নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত মামলায় সংগঠনের দৃষ্টিকোণের স্বপক্ষেই প্রারম্ভিক মতামত জানিয়েছেন। ১৯শে জুন ২০১৮ তারিখে এই মামলার রায় ঘোষণা হতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি এরপর, সভায় কিছু সাম্প্রতিক তথ্য পেশ করে জানান— (১) মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখার ৪ (চার) টি উপ কৃষি অধিকর্তা ও ৮ (আট) টি সহ-কৃষি অধিকর্তা পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। (২) ৮৩টি সহ-কৃষি অধিকর্তা পদের জন্য বিজ্ঞাপণ প্রকাশিত হয়েছে। (৩) WBSSC তে ৮ জন আধিকারিকের ডেপুটেশন বদলীর আদেশনামা প্রকাশের পথে। (৪) কৃষি কৃত্যকে পদের পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়টি সদর্থকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে।

জেলা সম্পাদকদের তিনি অনুরোধ করেন যে, উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন)-এর তরফে তার জেলায় নবগঠিত (যদি থাকে) সহ কৃষি অধিকর্তার পদে লোক নিয়োগের আবেদন সংক্রান্ত চিঠি যেন কৃষি অধিকর্তার কাছে অতি সত্বর পাঠানো হয়। এ বিষয়ে ৭ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদকের কাছে রিপোর্ট পেশের নির্দেশও তিনি জেলা সম্পাদকদের দেন। শ্রী ভৌমিক সভাতে অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা (সাধারণ)-এর পূণর্নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং এ ব্যাপারে সভায় আলোচনারও আহ্বান জানান। বিস্তারিত আলোচনার পর সভা, সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান, যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) নেতৃত্বের জরুরী গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তিনি বর্তমান ও পরবর্ত্তীকালের নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিস্তর ফারাক লক্ষ্য করেছেন বলে জানান। তিনি আশা করেন জেলা নেতৃত্বের কাছে জেলার সমস্ত তথ্য বিস্তারিতভাবে থাকবে। তিনি জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করে বলেন যে, CEC মিটিং হবার দশ দিনের মধ্যে জেলা ও মহকুমা স্তরের মিটিং আয়োজন করতে হবে যাতে CEC তে আলোচিত বিষয়বস্তু সঠিকভাবে সদস্যদের মধ্যে পৌঁছানো যায়। তিনি জেলার সব আধিকারিকদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় করার উপর জোর দেন। মহকুমা স্তরের নেতৃত্বকে আরও দায়িত্ব সহকারে কাজ করার উপদেশও তিনি দেন।

শ্রী ন্যায়বান সভাকে অবগত করান যে আগামী দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০১৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই আয়োজিত হবে। 'সাট্‌সার ইতিহাস' নামাঙ্কিত একটি তথ্যচিত্র তৈরীর প্রস্তাবও তিনি দেন। 'কৃষি রবি' পুরস্কার সংক্রান্ত তথ্যচিত্রও কেন্দ্রীয়ভাবে অন্যান্য বছরের মতই করা হবে। জেলা স্তরে এব্যাপারে আগাম চিন্তা ভাবনা করার পরামর্শও তিনি দেন। 'কৃষি রবি' পুরস্কার সংক্রান্ত কাজকর্মের কেন্দ্রীয় তদারকি কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে শ্রী সন্দীপ্ত দাসের নাম তিনি প্রস্তাব করেন।

তিনি সভাকে আরও জানান যে উদ্যানপালন বিভাগের নবগঠিত আধিকারিকদের সংগঠনের, ফেডারেশন-এর কর্মীদের ও আত্মা কর্মচারীদের সভায় সংগঠনের নেতৃত্ব আমন্ত্রিত ছিলেন। এই সকল সংগঠনের সভায় সাট্‌সার নেতৃত্ব উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংগঠনের সাফল্য বা ব্যর্থতা সংক্রান্ত কোনো পোষ্ট স্যোশাল মিডিয়ায় করার আগে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন জরুরী বলে তিনি জানান।

দীঘাতে সাট্‌সার হলিডে হোমের বুকিং আশাব্যঞ্জক নয় জানিয়ে তিনি বলেন, শেষ ৮ মাসে মোট খরচের মাত্র এক তৃতীয়াংশই এই বাবদ সংগৃহীত হয়েছে। তিনি সভাকে জানান যে গবেষণা শাখার বেশ কিছু সদস্য যারা পূর্ববর্তী সময়ে গুচ্ছাকারে তথাকথিত পদত্যাগপত্র জামা দিয়েছিলেন, তারা নিঃশর্তে সাট্‌সার সদস্যপদ বজায় রাখার লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। তাদের নামের তালিকা নিম্নরূপ—

জেলা হুগলী : ১) বিজন অধিকারী, (২) সুশান্ত মুখার্জ্জী, ৩) মলয় ভৌমিক, ৪) মনোরঞ্জন জানা, ৫) প্রদীপ দে, ৬) পিন্টু শুর, ৭) পূর্ণিমা হালদার।

জেলা মালদা : ১) মামুনুর রশিদ

জেলা উঃ দিনাজপুর : ১) সমরেশ হাঁসদা, ২) শুভাশিষ মালি।

জেলা নদীয়া : ১) কেয়া ব্যানার্জ্জী, ২) পিউ বোস, ৩) মিঠু দে রায়, ৫) স্নেহাশীষ দাস, ৫) কাশীনাথ মন্ডল, ৬) রিয়াজুল ইসলাম, ৭) ডঃ বিকাশ রঞ্জন রায়, ৮) অমৃতা সরকার চক্রবর্ত্তী।

জেলা মুর্শিদাবাদ : ১) তমাল জানা, ২) তাপস সাহা, ৩) দীপশিখা চক্রবর্তী, ৪) কৌশিক মুর্মু, ৫) সোমনাথ সাহা, ৬) শঙ্কর রায়।

এরপর দ্বিতীয় পাতায়

There is no time in modern agriculture for a farmer to write a poem or compose song -- Masanobu Fukuoka

সন্দেশ এক নজরে—

১) গত ১৩/৬/১৮ তারিখে প্রকাশিত হল WBAS (Admn.) আধিকারিকদের চূড়ান্ত গ্রেডেশন তালিকা।

২) ৩ (তিন) জন WBAS (Admn.) আধিকারিকের ৮ বছরের MCAS-এর আদেশনামা প্রকাশিত হল।

৩) অর্থ দপ্তর থেকে 'কল্যানী' কৃষি ব্লক সৃষ্টির আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৪) গত ৪ঠা জুন প্রকাশিত হল কৃষি আধিকারিকদের অর্ধ বার্ষিক ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা—'নভেম্বর ২০১৭'-এর ফলাফল।

৫) ফ্ল্যাট/বাড়ী ক্রয়, গাড়ী ক্রয় বা পাসপোর্টের IC সংক্রান্ত আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথির তালিকা সংগঠনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

৬) জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাট্সা জেলা শাখা গুলির অর্ধ-বার্ষিক সাধারণ সভা।

৭) গত ৭ইজুন ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হল ৮ জন WBAS (Admn.) আধিকারিকের WBSSC তে ডেপুটেশন বদলীর আদেশনামা।

চতুর্থ সভার প্রতিবেদন...

প্রথম পাতার পর

জেলা বর্ধমান : ১) গৌতম কুমার সরকার, ~~২) শান্তনু শঙ্কর আইচ, ৩) সুব্রত সরেন,~~ ৪) সুজয় দত্ত, ~~৫) সূর্যকান্ত হেমব্রম, ৬) চন্দ্র শেখর চ্যাটার্জী, ৭) সত্যজিত সরকার, ৮) প্রবীর কুমার সাহা।~~

শ্রী শক্তি ভদ্র যুগ্ম সম্পাদক (এস্ট্যাবলিশমেন্ট) জানান যে মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখায় নতুন ৪ (চারটি) উপকৃষি অধিকর্তা ও ৮ (আটটি) সহ-কৃষি অধিকর্তার পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি আরও জানান 'গ্রেডেশন লিস্ট' আগামী ২৩শে এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হবে এবং কৃষি অধিকরণকে তিন সপ্তাহের মধ্যে দপ্তরে এ বিষয়ে মতামত জানাতে হবে। আলিপুরদুয়ার মহকুমার পূণঃ স্থাপনের আদেশনামা দপ্তর থেকে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলেও তিনি জানান। এছাড়াও ১৪৩ জনের ১৬ বছরের MCAS, ৩৯ জনের ২৫ বছরের MCAS এবং ১ জন গবেষণা শাখার সদস্যের ৮ বছরের MCAS সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশের কাজ চলছে।

শ্রী ভদ্র ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে শেষ হতে চলা, PMKSY প্রকল্পের অধীনে চুক্তিতে নিযুক্ত WDT সদস্যদের কাজে বহাল রাখার জন্য দপ্তরের কাছে, সংগঠনের তরফে আবেদন করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি জেলা সম্পাদকদের কাছে কৃষি দপ্তরে নিযুক্ত WDT সদস্যদের তালিকা পাঠানোর অনুরোধও করেন।

শ্রী স্বরূপ কুমার চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক (আইন বিষয়ক) সংগঠনের তরফে করা কৃষি-অধিকর্তার নিয়োগ বিধি সংক্রান্ত কোর্ট কেসের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান শেষ শুনানিতে মহামান্য কোর্ট এই নিয়োগবিধি সংক্রান্ত তথ্য দপ্তরের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। তিনি সভাকে আশ্বস্ত করে জানান যে সংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবগঠিত কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার 'DDO' কোড তৈরী হয়েছে।

শ্রী গৌতম মন্ডল, কেন্দ্রীয় কোষাধক্ষ্য, সভার কাছে মার্চ ২০১৮-তে করা ১৫ লক্ষ টাকার 'স্থায়ী আমানত' (FD)-এর বিষয়টি উপস্থাপন করেন এবং এর অনুমোদন প্রার্থনা করেন। তিনি ২২তম Technical Issue'র প্রকাশনা উপলক্ষ্যে, লক্ষমাত্রার থেকেও বেশী বিজ্ঞাপণ সংগ্রহের জন্য জেলা সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানান। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর, দঃ ২৪ পরগণা ও বাঁকুড়া জেলাকে ০১/০১/২০১৭ থেকে ৩১/০১/২০১৭ সময়কালের অডিট রিপোর্ট পেশ করার অনুরোধ জানান। এছাড়াও সব জেলাকে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের অডিট রিপোর্ট জমা দেবার অনুরোধ তিনি করেন। কৃষি পুস্তিকার দাম বাবদ বাকী থাকা প্রদেয় টাকা শীঘ্রই মিটিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী শরদিন্দু পাল, হিসাব রক্ষক, আয়কর রির্টান জমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় বলেন সংগঠনের PAN কার্ড নং সব জেলাতে ব্যবহৃত হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি প্রস্তাব রাখেন যে নির্দিষ্ট একটি অডিট সংস্থাকে দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সব জেলার অডিট করালে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। সমস্ত ধরনের সাংগঠনিক তহবিল নিয়মিতভাবে জমা দেবার অনুরোধ তিনি করেন। এছাড়াও দীঘার হলিডে হোম সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের তরফে আরও প্রচার জরুরী বলেও তিনি জানান।

শ্রী গৌতম মন্ডল (জুনিয়র), সদস্য CEC, অন্যান্য কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা উচিৎ বলে মত প্রকাশ করেন। শ্রী মিঠুন দে, সদস্য CEC ও এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। শ্রী অভিষেক বসাক, সদস্য CEC, মত প্রকাশ করে বলেন যে, ক্ষতিগ্রস্থ কোনো ব্যক্তি বিশেষের তরফেও 'কৃষি অধিকর্তার নিয়োগ বিধি' সংক্রান্ত কোর্ট কেসে যুক্ত হওয়া উচিৎ। এছাড়াও দার্জিলিং জেলায় মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখার সরকারী তহবিল পাঠানোর অসুবিধার বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

শ্রী সুকান্ত দাশগুপ্ত, সদস্য CEC, বীজসংশিতকরণ শাখার যে সদস্যরা জেলা কৃষি করণে আছেন তাদের মাঠ পরিদর্শনের অনুমতি পাওয়া সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরেন, এবং কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমতি প্রদানের প্রস্তাব দেন।

শ্রী দেবানন্দ রায় সদস্য CEC, যৌথ সমস্যার সমাধানে উদ্যানপালন, মৎস ইত্যাদি দপ্তরের আধিকারিকদের সদস্যদের সঙ্গে একটি যৌথ মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

শ্রী সুরজিৎ রায়, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য জানান, সাট্সা ভবনের ট্যাক্স ৩১/৩/২০১৯ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে, এবং সংগঠনের ট্রেড লাইসেন্স ও ৩১/৩/২০১৯ পর্যন্ত বলবৎ আছে। তিনি সাট্সার হলিডে হোমের জন্যও একটি পৃথক ট্রেড লাইসেন্স জরুরী বলে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে সদস্যদের মতামত ও তিনি আহ্বান করেন। সভা হলিডে হোমের সুবিধা প্রদানকারী সংগঠনগুলির কাছ থেকে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ জরুরী বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান দপ্তর বর্তমানে বাড়ী/ফ্ল্যাট

কৃষি দপ্তরের নতুন সচিব শ্রীমতী নন্দিনী চক্রবর্তীকে স্বাগত জানাচ্ছেন সাট্সা পঃ বঙ্গ-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক।

ক্রয় সংক্রান্ত অনুমতি, কেনার পর প্রদান করছেন না। সে কারণে সদস্যরা যথাযথ সময়েই যেন আবেদন করেন তা নিশ্চিত করা জরুরী।

শ্রী প্রভু নারায়ণ বাসনেট, সদস্য CEC, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে কালিম্পং-এর DDO কোড পাওয়ার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যদিও ট্রেজারি অফিসার এ ব্যাপারে GTA থেকে NOC প্রয়োজন বলে জানাচ্ছেন। তিনি কৃষি দপ্তরকে GTA তে অন্তর্ভুক্ত না করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান।

সভাপতি অতঃপর সমস্ত জেলা সম্পাদকদের তার জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর আলোচনার আহ্বান জানান।

শ্রী গনেশ খানাল, জেলা সম্পাদক, দার্জিলিং বর্তমান উপকৃষি অধিকর্তার সকল বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাবের বিষয়টি উত্থাপন করে রাজ্য সম্পাদকের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। এছাড়াও তিনি UBKV-এর গবেষণা খামারে কালিম্পং জেলার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কৃষি ভবন স্থাপন এবং নতুন যোগদান করা সদস্যদের GPF নম্বর প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুলিও তুলে ধরেন।

শ্রী মৃণাল কান্তি ঘোষ, জেলা সম্পাদক, বর্ধমান, SHC, SDRF পদ্ধতি, সরকারী মোবাইল প্রদান, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রী অনির্বাণ লাহিড়ী, জেলা সম্পাদক, দঃ দিনাজপুর, অফ সীজনে হলিডে হোমের ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার আবেদন জানান—এতে বেশী বুকিং এর সম্ভাবনা থাকে। শ্রী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক, নদীয়া জেলার কিছু সদস্যের সংগঠন বিরোধী কাজকর্মের উল্লেখ করেন, তিনি সংগঠনের কিছু সাফল্যের উপরও আলোকপাত করেন। শ্রী অনির্বান প্রধান, জেলা সম্পাদক, হাওড়া, সব জেলা ও মহকুমা অফিসগুলিতে হলিডে হোমের বিস্তারিত বিবরণসহ ফ্লেক্স প্রদর্শনের প্রস্তাব রাখেন। এছাড়াও সয়েল হেলথ কার্ডে সঠিক ঠিকানা না থাকায় তা প্রকৃত কৃষকের কাছে সময়ে পৌঁছানো যাচ্ছে না বলে জানান।

সর্বসম্মতিক্রমে, সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবগুলি যথা— (ক) পূর্বে বর্ণিত তালিকা অনুসারে আবেদনকারী সদস্যদের সদস্যপদ বজায় রাখা অনুমোদিত হয়। (খ) ১৫ লাখ টাকার 'স্থায়ী আমানত' করার প্রস্তাবটিও পোস্ট ফ্যাক্টো ভাবে অনুমোদিত হয়। (গ) ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ থেকে একটি অডিট সংস্থাকে দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে সব জেলার অডিট করানোর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। (ঘ) শ্রী সন্দীপ্ত দাস, ৭ম দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে গঠিত 'কৃষি রবি' সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

আর কোনো আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

জেলার খবর : বাঁকুড়া

সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সদা নিয়োজিত কৃষিজীবী মানুষজন তথা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যাবৃন্দের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে সাট্সা, পশ্চিমবঙ্গ-র বাঁকুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখীস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিগত ২রা জুন শনিবার একটি প্রযুক্তিনির্ভর "সর্প দংশন ও বজ্রাঘাত" বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের সদস্য তথা যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (বাঁকুড়া রেঞ্জ) শ্রী প্রণবজ্যোতি পন্ডিত, উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন), বাঁকুড়া শ্রী আশিষ কুমার বেরা, জেলা সম্পাদক, সাট্সা বাঁকুড়া, শ্রী শঙ্কর দাস, শ্রী অমিতাভ পান্ডে, শ্রী হেমন্ত নায়েক সহ অন্যান্য সদস্যবন্ধুদের করস্পর্শে প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মাধ্যমে কার্যক্রমের শুভ সূচনা হয়।

সাট্সার নেতৃত্ব ও সদস্যবৃন্দ ছাড়াও সহায়ক শক্তিরূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যবৃন্দ। উক্ত সংগঠনের পক্ষে 'পাওয়ার পয়েন্ট' প্রেজেন্টেশন-এর মাধ্যমে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন শ্রী সৌম্য সেনগুপ্ত। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রকৃতই মনোগ্রাহী।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর

গত ২৩/৬/১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হল, সাট্সার পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর (ঝাড়গ্রাম সহ) জেলাগুলির যৌথ সাধারণ সভা। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন সাট্সা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম কুমার ভৌমিক, এবং যুগ্ম সম্পাদক (সংগঠন) শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান ছাড়াও জেলা নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানটিতে সাংগঠনিক আলোচনা ছাড়াও কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

যদি চৈতে বৃষ্টি হয়। তবে ধানের সৃষ্টি হয়।। যদি কার্ত্তিকে উনো জ্বলে। খনা বলে ধান দুনো ফলে।।.....খনার বচন

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী সন্দীপ্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত।